দৈনিক খবর

তারিখ .02. JAN 1990

পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ৬ ...

01

'নিরক্ষরতার অশুভ চক্র থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে'

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে– এ কথা ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ গতকাল "আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ ১৯৯০"–এর উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সার্ক দেশগুলোর মত মেয়ে শিশুর সমস্যার দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ১৯৯০ সালকে "বালিকা বর্ষ" বলেও ঘোষণা করেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, পৌরসভার বাইরে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের

৭-এর পাতায় দেখুন

নিরক্ষরতার অশুভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মনসুর আলী সরকার এবং শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ।

ওসমানী স্মৃতি হলে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, সংসদ সদস্যগণ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদগণ।

দিবসটিকে মানব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে বর্ণনা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দু' হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আজ থেকে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, আজ থেকে ৪ দশক আগেই ঘোষিত হয়েছে যে, সবার জন্য শিক্ষার অধিকার মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ৪০ বছর পরে এসেও বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৫শ' কোটির মধ্যে ১শ' কোটি লোক এখনও নিরক্ষর।

তিনি বলেন, এর মধ্যে ১ কোটি ৭০ লাখ হচ্ছে উন্নত বিশ্বে এবং বাদবাকী ৯৮ কোটি ৩০ লাখ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর। তিনি বলেন, উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে এই প্রভেদ কখনই মানব জাতি কিংবা সমাজের জন্য ভাল কিছু দিতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সাক্ষরতা ও উন্নয়নের মধ্যে একটি সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরক্ষরতার অশুভ চক্র থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ভেঙ্গে দিতে হবে নিরক্ষরতার সকল প্রাচীর।

এ প্রসঙ্গে তিনি দেশে শিক্ষার আলো বিস্তারে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তার সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। বাজেটের সিংহভাগ অংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ ছাড়াও দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষার জন্য পথকলি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষা ও চিকিৎসা যোগানোর লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে পল্লী এলাকায়ও ট্রাস্টের তৎপরতা সম্প্রসারণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা, কিন্তু তারা শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ নয়।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই দশকে দেশ থেকে নিরক্ষকতার অভিশাপ দূর করা সম্ভব হবে।